# KHABOR SOJASUJI

# খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol- 4 ● Issue- 01 ● Bardhaman ● 15 June 2026 ● Rs. 2.00 ( Four Pages )


## এক নজরে

● আধার কার্ডের সঙ্গে মোবাইল নম্বর লিংক করার জন্য সরকার নির্ধারিত ফি ৭৫ টাকা,এর বেশি টাকা চাইলে দেবেন না।কেউ অতিরিক্ত টাকা চাইলে পুলিশ প্রশাসনকে জানান।

● এখন তো সকালে স্কুল হচ্ছে।ছাত্র ছাত্রীদের স্কুলে যেতে দিন।স্কুল টাইমে প্রাইভেট পড়ানো বন্ধ করুন।অভিভাবকরাও সচেতন হোন।স্কুল কামাই করে ছেলে মেয়েদের প্রাইভেট পড়তে পাঠাবেন না।স্কুলের বিকল্প প্রাইভেট টিউশন নয়।

● বিজেপিতে ঢোকার জন্য এখন 'ভালো তৃণমূলী'দের লাইন পড়ে গেছে।তৃণমূলের প্রতীকে জিতে মানুষের সঙ্গে বেইমানি করতে এদের একটুও লজ্জা লাগে না।এরা পচা আলু, যে দলে যাবে তাদেরই ক্ষতি করবে। একদম বিশ্বাসঘাতক।

● হুগলির নতুন পুলিশ সুপার হলেন ডাঃ কুনওয়ার ভূষণ সিং।

● পূর্ব বর্ধমান জেলার নতুন পুলিশ সুপার হলেন পুষ্পা,আইপিএস।

● জিও নেটওয়ার্ক দিন দিন কোমায় চলে যাচ্ছে।গ্রাহক পরিষেবা তলানিতে।রিচার্জের দাম দিন দিন বাড়ছে,কিন্তু পরিষেবা দিতে ব্যর্থ জিও।সর্বদাই নেটওয়ার্ক স্লো। জনগণের পকেট কাটতে ব্যস্ত।

● মোবাইল রিচার্জের দাম ক্রমশ বাড়ছে,কিন্তু রিচার্জের মেয়াদের দিন সংখ্যা কমছে।রিচার্জে এখন ৩০ দিনে মাস নয়,২৪/২৮ দিনে মাস।ডাটা প্যাক ছাড়া শুধু কল করার জন্য মাসিক কোনো প্ল্যান নেই।

● আবারও বাড়লো রান্নার গ্যাসের দাম।বিজেপি জিতলে গ্যাসের দাম কমবে বলেছিল,জেতার পর তো গ্যাসের দাম বাড়ছে।সংসার চালাতে নাভিশ্বাস উঠছে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের।

● খবর সোজাসুজি পত্রিকার শারদীয় উৎসব সংখ্যায় লেখা পাঠানোর জন্য হোয়াটস অ্যাপ করুন - ০৯৪৩৪৫ ৬৬৪৯৮ ,লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ জুন,২০২৬

● তারকেশ্বর থেকে দশঘরা হয়ে জামালপুর দিয়ে মশাগ্রাম পর্যন্ত আবারও চালু হতে পারে রেলপথ।চলছে জোর জল্পনা।চিন্তা বাড়ছে বিপিআর লাইনে বসবাসকারী ব্যক্তিদের।

● তারকেশ্বর থেকে ধনেখালি হয়ে মগরা পর্যন্ত খুব শীঘ্রই নতুন রেলপথ নির্মাণের কাজ শুরু হবে বলে গুঞ্জন চলছে।চিন্তা বাড়ছে বিপিআর লাইনে বসবাসকারী ব্যক্তিদের।

● তৃণমূল আমলে পুরুষের

(এরপর চারের পাতায়)

## উত্তরপাড়ায় তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার ইউটিউবার সহ ২

নিজস্ব সংবাদদাতা - সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে হুগলির উত্তরপাড়ায় তৃণমূলের এক কাউন্সিলরের কাছ থেকে টাকা আদায়ের অভিযোগে শুভজ্যোতি চক্রবর্তী নামে এক ইউটিউবার এবং তার বন্ধু তন্ময় সরদার'কে গ্রেফতার করল উত্তরপাড়া থানার পুলিশ।যদিও অভিযুক্ত ইউটিউবার শুভজ্যোতি'র দাবি,তাকে ফাঁসানো হয়েছে।আদালতে যাওয়ার সময় শুভজ্যোতি দাবি করেন তিনি মিডিয়া সাংবাদিক। তাকে ফাঁসানো হয়েছে। চোর চিটিংবাজ কয়েকজন তৃনমূল কাউন্সিলর সিন্ডিকেট করে

(এরপর তিনের পাতায়)

## রামেন্দু সিংহরায়ের বিএড কলেজ থেকে উদ্ধার সরকারি ত্রাণ সামগ্রী, গ্রেফতার ২

নিজস্ব সংবাদদাতা - তারকেশ্বরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক রামেন্দু সিংহরায়কে ঘিরে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ।তার বাড়ি সংলগ্ন একটি বেসরকারি বিএড কলেজ থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী,স্বচ্ছ ভারত লেখা ডাস্টবিন,কম্বল, ফুটবল, ইলেকট্রিক সরঞ্জাম, লাঠি, রড ও সাদা থান কাপড়। ঘটনায় বিএড কলেজটি সিল করে দিয়েছে পুলিশ।পাশাপাশি বিধায়ক কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত একটি ক্লাবও সিল করা হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ধনেখালির কোটালপুর এলাকায় অবস্থিত

(এরপর তিনের পাতায়)

## বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়েই স্কুলে কচিকাঁচারা

নিজস্ব সংবাদদাতা - স্কুল প্রাঙ্গণের উপর দিয়ে গেছে এগারো হাজার ভোল্টের হাইটেনশন ইলেকট্রিক লাইন।প্রতিদিন বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়েই স্কুলে যায় পড়ুয়ারা।তার ছিঁড়ে গিয়ে যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা।হাইটেনশন ইলেকট্রিক লাইন স্কুল চত্বর থেকে সরানোর জন্য বার বার ইলেকট্রিক অফিসে আবেদন জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত লাইন সরানোর জন্য কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি বিদ্যুৎ দপ্তর,অভিযোগ।পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের মাঠনশিপুর সালিমডাঙা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা।

এ বিষয়ে পত্রিকার পক্ষ থেকে মেমারি ডিভিশনাল ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান,দ্রুত স্কুল চত্বর থেকে ইলেকট্রিকের তার সরানোর ব্যবস্থা করা হবে।

## পুকুর বুজিয়ে নির্মাণ কাজের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন - ধনেখালি বিএলআরও দপ্তরের ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে সোমসপুর হামঠাকুর তলায় গতবছর পুকুরের একাংশ ভরাট করে অবৈধভাবে নির্মাণ কাজ করার অভিযোগ উঠেছিল।এ বিষয়ে আমরা ১০ জুন ২০২৫ খবর সোজাসুজি পত্রিকার ফেসবুক পেজে খবর করেছিলাম।খবর প্রকাশিত হওয়ার পর বন্ধ হয়েছিল নির্মাণ কাজ।কিন্তু এক বছর পার হতে চললো,এখনও পর্যন্ত পুকুরটিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হয় নি বলে অভিযোগ।নির্বিকার প্রশাসন।কোনো হেলদোল নেই ধনেখালি বিএলআরও অফিসের।নির্মীয়মান অংশ ভেঙে পুকুরটিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিক প্রশাসন,চাইছেন এলাকার মানুষজন।

## পরীক্ষার খাতা দেখাতে গড়িমসির অভিযোগ মহরমপুর স্কুলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন - হুগলি জেলার ধনেখালি ব্লকের মহরমপুর হাইস্কুলে প্রথম সামেটিভ পরীক্ষা হয়েছে ভোটের আগে,আর খাতা দেওয়া হচ্ছে এখন।তাও আবার খাতা বাড়িতে নিয়ে আসতে দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ।দু'একজন গার্জেন স্কুলে গিয়ে বলার পর বাড়িতে খাতা দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।ভোট তো মিটেছে অনেক দিন হল,এত দিন খাতা দেওয়া হয়নি কেন ? ভোটের অজুহাতে স্কুলেও কি চলছে ফাঁকিবাজি কালচার ? টিচাররা এতদিন করছিলেন কি ? খাতা দেখার সময় পাননি ? তাছাড়া গার্জেনদের দেখার জন্য বাড়িতে খাতা দিলে অসুবিধা কোথায় ? বাড়িতে খাতা দিলে তো ছেলে মেয়েরা কোথায় ভুল করেছে সেটা জেনে আগামী দিনে ভুলটা শুধরে নেওয়া যায়।সব গার্জেন তো আর সমান কনসাস নন যে স্কুলে গিয়ে খাতা দেখতে চাইবে।বাড়িতে খাতা দিতে যদি অসুবিধা থাকে তাহলে স্কুলে গার্জেনদের ডেকে তো খাতা দেখানোর ব্যবস্থা করতে পারেন স্কুল কর্তৃপক্ষ।খাতা দেখাতে কেন এত অনীহা ? কিসের দুর্বলতা ? পাশাপাশি স্কুলগুলো পরীক্ষার খাতা বাড়িতে নিয়ে যেতে দিলেও মহরমপুর হাইস্কুল দিচ্ছে না কেন ? অসুবিধা কোথায় ? উঠছে একাধিক প্রশ্ন।স্কুলে সিসিটিভি ক্যামেরা বসালে আর স্কুল রঙ করলেই তো বলা যায় না স্কুলে পড়াশোনার মান উন্নত হয়েছে।শুধু খাঁচার উন্নতি হলে তো চলবে না,পাখির উন্নতি কতটা হয়েছে সেটাও তো জানা দরকার,তাই না ?

# খবর সোজাসুজি

Volume-4 ● Issue- 01 ● 15 June, 2026


## মোবাইল রিচার্জে নাভিশ্বাস

মোবাইল রিচার্জে এখন ৩০ দিনে মাস নয়,২৮ দিনে মাস। তার ওপর আবার রিচার্জের মেয়াদ ফুরলোই আউটগোয়িংয়ের সঙ্গে কয়েক দিনের মধ্যে ইনকামিংও বন্ধ। ডাটা প্যাক ছাড়া ৮৪ দিনের নিচে টক টাইমের জন্য নেই কোনো মাসিক প্লান। আপনি চান বা না চান,ডাটা প্যাক নিতেই হবে। এলাকায় ফোর জি/ফাইভ জি নেটওয়ার্ক থাকুক আর নাই থাকুক।জিও,ভোডাফোন,বিএসএনএল সবারই এক অবস্থা।এভাবেই চলছে সাধারণ মানুষের পকেট কাটা। এ যেন পুরো দিনদুপুরে ডাকাতি হচ্ছে। হাত গুটিয়ে বসে আছে টেলিকম রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ। কোনো হেলদোল নেই সরকারের। রিচার্জের মেয়াদ ফুরলো আউটগোয়িং কল বন্ধ হোক অসুবিধা নেই,কিন্তু কেন দিন সাতেকের মধ্যেই বন্ধ করা হচ্ছে ইনকামিং কল ? রিচার্জের মেয়াদ ৩০ দিনের পরিবর্তে ২৮ দিন কেন ? ১২ মাসে কেন ১৩ মাসের রিচার্জ করতে হবে ? কেন মাসিক রিচার্জের সঙ্গে বাধ্যতামূলক ভাবে দেওয়া হচ্ছে ডাটা প্যাক ? কেন জিও/ভোডাফোন/বিএসএনএল নেটওয়ার্কের হাল এত খারাপ,স্পিড নেই বললেই চলে ? মোবাইল রিচার্জের খরচ তো দিন দিন বাড়ছে,তাহলে পরিষেবা এত তলানিতে কেন ? উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

## রেশন কার্ডে স্বচ্ছতা দরকার

AAY/SPHH/PHH রেশন কার্ড গ্রাহকদের ফিল্ড ভেরিফিকেশনের করে তথ্য যাচাই করে ই-কেওয়াইসি'র মাধ্যমে আয়ুষ্মান ভারত কার্ড দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে,কিন্তু RKSY 1/RKSY2 রেশন কার্ড গ্রাহকরা আয়ুষ্মান ভারত কার্ড পাবেন কিনা সে সম্পর্কে এখনও কিছু বলা হয়নি।যদিও আয়ুষ্মান ভারত কার্ড দেওয়ার আগে রেশন কার্ডের সার্ভে করা দরকার ছিল বলে মনে করছেন অনেকেই।আর্থিক অবস্থা ভালো হওয়া সত্ত্বেও তৃণমূল আমলে অনেক স্বচ্ছল পরিবার জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পে ভর্তুকিযুক্ত AAY/PHH/SPHH রেশন কার্ড পেয়েছে বলে অভিযোগ।অথচ আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল অনেক জেনারেল কাস্ট পরিবার AAY/PHH/SPHH রেশন কার্ড পায়নি বলে অভিযোগ, তাদেরকে দেওয়া হয়েছে RKSY 1/RKSY 2 রেশন কার্ড।রেশন কার্ডে স্বচ্ছতা আনতে আবারও পরিবার ভিত্তিক সার্ভে করা প্রয়োজন।আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তিরাই পাক জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পে ভর্তুকিযুক্ত AAY/PHH/SPHH রেশন কার্ড এবং আয়ুষ্মান ভারত কার্ড।

## চোঁয়া ঢেঁকুর

**সিদ্ধেশ্বর দত্ত**

হঠাৎ করে উঠলো জেগে
বিবেক কারো কারো -
জার্সি জামা বদলে নিলো,
সত্যি বটে পারো !
ক'দিন আগে রক্ত চোখে
ধমক চমক দিয়ে
এলাকাকে করত শাসন
হাতের মুঠোয় নিয়ে।
জবর দখল জরিমানা
ঘরবাড়ি সব ভেঙে -
প্রতিবাদীর সারা শরীর
রক্তে যেতো রেঙে !
ছিন্ন বসন,নগ্ন পদে
অর্ধাহারে থেকে
আনলো যারা নতুন সকাল
ধুলায় শরীর ঢেকে -
হেইরে দাদা আজব কা খেল্
দেখলো তাদের ছাতায়
' শত্রু ' দাদা-ই নেতার বেশে
পাগড়ি পরে মাথায় !
আবার বুঝি করবে শাসন
আগের দাদা-ই দাদা -
বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা,
আম - পাবলিক গাধা !

## জবকার্ড

**সুব্রত মিত্র রানা**

ছড়া কাটে নাপিতে
মড়া কাটে ডাক্তার

জেসিবি পুকুর কাটে
আছে জবকার্ড তার


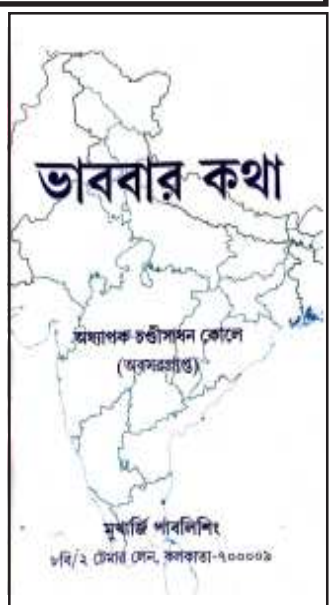

(ADVT.)

(ADVT.)


# ভগবান বিরসা মুন্ডা জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের আদর্শ

**বটু কৃষ্ণ হালদার**

উনিশ শতকে ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম কৃষক বিদ্রোহ, যে বিদ্রোহ দেশীয় জমিদার, জোতদারদের সাথে ইংরেজ শাসকের কপালেও চিন্তার ভাঁজ ফেলেছিল, সেই 'মুণ্ডা বিদ্রোহ'-এর অন্যতম নেতা বিরসা মুণ্ডা।১৮৯৯-১৯০০ সময়কালে তিনি রাঁচির দক্ষিণাঞ্চলে এই বিদ্রোহ পরিচালনা করেন।অনেক ঐতিহাসিক এই বিদ্রোহকে 'উপজাতীয় বিদ্রোহ'-এর শ্রেণীভুক্ত করেছেন। এটা ঠিক, একটি নির্দিষ্ট উপজাতির মানুষের দ্বারাই এই বিদ্রোহ সংগঠিত ও সংঘটিত হয়। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল এই 'উলগুলান' অর্থাৎ 'প্রবল বিক্ষোভ'-এর লক্ষ্য ছিল জায়গীরদার ও ঠিকাদারদের হাতে ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া জল-জঙ্গল-জমিনকে রক্ষা করা। শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে নিপীড়িত কৃষকশ্রেণীর এই অসম সংগ্রামকে তাই কেবল 'উপজাতি বিদ্রোহ' বলে দাগিয়ে দেওয়া যেন 'উলগুলান'-এর গৌরবময় গাথাকে লঘু করে দেখার সামিল। যে সমস্ত আদিবাসী বিদ্রোহ ইংরেজদের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছিল, ইংরেজদের কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রকৃত চিন্তার বিষয় তাদের মধ্যে অন্যতম মুন্ডা বিদ্রোহ। এই মুন্ডা বিদ্রোহের নেতা ছিলেন বিরসা মুন্ডা, যাঁর হাত ধরে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে আদিবাসী জাগরণ সূচিত হয়েছিল। বিরসা মুন্ডা তাঁর অনুগামীদের কাছে ছিলেন 'ধরতি আবা' অর্থাৎ ভগবান।ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার অনেক আগে থেকেই মুণ্ডা সহ অন্যান্য আদিবাসীদের কাছ থেকে জঙ্গল-জমি কেড়ে নেওয়ার খেলা শুরু হয়ে যায়। ব্রিটিশরাজ প্রতিষ্ঠা হওয়ার সুবাদে বিদেশী কোম্পানিগুলোর পক্ষে লুঠ করার যেন এক ছাড়পত্র পেয়ে যায়। বর্তমানেও দেশী ও বিদেশী উভয় কোম্পানীর দ্বারা সেই লুঠ চলমান।সেই সময় গোটা অঞ্চল যেন বিবেকহীন ঠিকাদারদের কাছে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক সংগ্রহের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। অন্যদিকে চলে ভুখা আদিবাসীদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে শিক্ষা দেওয়ার নামে মিশনারিগুলোর ধর্মান্তরিত করার কাজ। নিজেদের বনভূমিতে যে তারাই পরাধীন, হাজার হাজার বছরের ধর্ম সংস্কৃতি থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করার যে বিশাল ষড়যন্ত্র চলছে; এ কথা খুব ছোট বয়সেই উপলব্ধি করেছিলেন বিরসা।১৮৭৫ সালের ১৫ নভেম্বর পূর্বতন বিহারের (বর্তমান ঝাড়খন্ডের) রাঁচির উলিহাতু গ্রামে বিরসা মুন্ডার জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম সুগানা মুন্ডা এবং মায়ের নাম করমি বাহাতু।বিরসা মুন্ডার প্রাথমিক পড়াশোনা সালগা গ্রামে হয়। বাল্যকাল থেকেই বিরসার পড়াশোনার প্রতি ছিল দারুন আগ্রহ। নতুন কিছু শেখার এবং বাইরের জগতকে চেনার এক অদম্য ইচ্ছা ছিল তাঁর মধ্যে। কুন্তি ব্লকের সামলং স্কুলে তৃতীয় শ্রেণী অবধি পড়ার পর বিরসা মুরজু ব্লকের বুরুজু উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পাস করেন। এরপর বিরসা চাঁইবাসায় লুথেরান জার্মান মিশনারি স্কুলে ভর্তি হন এবং এখানে সপ্তম শ্রেণী অবধি পড়েন। চাঁইবাসার স্কুলে পড়ার সময় বিরসা খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করলে তাঁর নাম হয় 'ডেভিড দাউদ'। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই বালক বিরসা আদিবাসী সমাজকে ব্রিটিশদের কবল থেকে মুক্তির জন্য চিন্তা করতেন।১৮৮৬ সাল থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত বিরসা এবং তাঁর পরিবার চাঁইবাসাতেই বসবাস করত। একসময় জার্মান এবং রোমান ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের মধ্যে বিক্ষোভ শুরু হলে সেই আন্দোলনের রেশ গিয়ে পড়ল আদিবাসীদের মধ্যেও। স্বাধীনতা সংগ্রামের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে সুগানা মুন্ডা বিরসাকে স্কুল থেকে সরিয়ে নিলেন। ১৮৯০ সালে চাঁইবাসা থেকে বিরসাকে নিয়ে সরদারদের প্রবল চাপে খৃষ্ট ধর্ম ত্যাগ করে গ্রামে ফিরে আসেন তাঁর মা। এরপর ১৮৯১ সালে বান্দাগাঁও গ্রামে বিরসার সাথে পরিচয় হয় বান্দাগাঁওয়ের জমিদার জগমোহন সিংয়ের মুন্সী আনন্দ পাওরের, যার প্রভাবে বিরসা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। ক্রমেই নিজ জাতিকে জাগ্রত

করার দায়িত্ব বিরসা দক্ষতার সঙ্গে পালন করতে শুরু করেন। বিরসা আদিবাসীদের তাঁদের মূল ঐতিহ্যবাহী উপজাতীয় ধর্ম 'সার্না পন্থা' অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া শুরু করলেন। লোকের মুখে মুখে বিরসা হয়ে উঠলেন 'ধরতি আবা' অর্থাৎ ভগবান, জগৎ পিতা। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে ১৮৯৫ সালে তিনি ঘোষণা করলেন এক নতুন ধর্মের যার মূল ভিত্তি ছিল একেশ্বরবাদী মুন্ডা ধর্ম। দলে দলে মুন্ডা, ওঁরাও, খরাই নরনারীরা নতুন ধর্ম গ্রহণ করে পরিচিত হল 'বিরসাইত' নামে।কোল সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বা সর্দারদের বলা হতো মুন্ডা বা গ্রাম প্রধান। এরা আদতে কোল সম্প্রদায়ের অংশ। প্রথাগত নিয়ম অনুযায়ী কোলরা সকলে মিলে বনজঙ্গল কেটে ও পরিষ্কার করে চাষবাস উপযোগী করে তোলে। তাদের মালিক রাজাও নয়, জমিদার নয়। মালিকানা ছিলো যৌথ। এটি খুন্তকান্টি ব্যবস্থা নামে পরিচিত। বনের ফলমূল,কাঠ,বেত প্রভৃতির অধিকার ছিলো কোলদেরই।বিরসা মুন্ডা 'মুন্ডা বিদ্রোহে'র নেতা হিসেবে খ্যাত হয়ে আছেন। যদিও প্রথমেই তিনি হাতে অস্ত্র তুলে নেননি। কৈশোরে তাঁর হাতে থাকত একতারা আর কোমরে গোঁজা থাকত বাঁশি, প্রকৃতিও সাড়া দিত তাঁর বাঁশির শব্দে। কিন্তু অধিকারের লড়াইয়ে সেই হাতেই একসময় উঠে এল তীর ধনুক। মিশনারি স্কুলে থাকাকালীন বিরসা সরদারি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলেন আদিবাসীদের দুরাবস্থার জন্য একা দিকু (দিকু কথার অর্থ - 'শত্রু'/আদিবাসীরা বহিরাগতদের দিকু বলত) অর্থাৎ ব্রিটিশরা দায়ী নয়, দেশীয় দিকুরাও ব্রিটিশদের সঙ্গ দিচ্ছে; আর তাই হয়ত নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে আছে আদিবাসীরা।ব্রিটিশরা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চেয়েছিল। তারা একে একে দখল করতে থাকে অরণ্য জমি। আদিবাসীদের দখলে থাকা জমিগুলি তাঁদের থেকে অন্যায় ভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ১৮৯৪ সালে ব্রিটিশ সরকার অরণ্য আইন প্রবর্তন করে ভারতের বিস্তীর্ণ জঙ্গল মহলে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিল আদিবাসীদের। হাজার হাজার বছর ধরে যে জঙ্গলের ওপর ভরসা করে জীবনযাপন করতেন আদিবাসীরা, সেই অরণ্যের অধিকার কেড়ে নেওয়া হল তাঁদের থেকে। যখন ছোটোনাগপুরের সংরক্ষিত বন দখল করার উদ্যোগ নিল ব্রিটিশ সরকার, সেই সময় জেগে উঠল সমগ্র পাহাড় জঙ্গল ও বিরসাইত বাহিনী। ব্রিটিশের বন্দুকের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে তীর-ধনুক নিয়ে লড়াই শুরু হল।পরিস্থিতি সামাল দিতে ১৮৯৫ সালে জেলা পুলিশ বিরসাকে বন্দী করে দুই বছরের কারাদণ্ড দিল। ১৮৯৭ সালের ৩০ নভেম্বর বিরসা মুক্তি পাওয়ার পর আবার নতুন করে শুরু হল বিদ্রোহের প্রস্তুতি। 'উলগুলান' বা স্বাধীনতা আনার জন্য চলতে থাকে প্রস্তুতি। বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে ১৮৯৯ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে রাঁচির দক্ষিণাঞ্চলে 'মুন্ডা বিদ্রোহ' সংগঠিত হয়। এই বিদ্রোহকে মুন্ডারি ভাষায় বলা হয় 'উলগুলান' যার অর্থ 'প্রবল বিক্ষোভ'। এই বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য ছিল মুন্ডা রাজ ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা; অন্যভাবে বলা গেলে মুন্ডা সমাজে অরণ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা। মুন্ডা বাহিনীর প্রধান কেন্দ্র ছিল বর্তমান রাঁচি-জামশেদপুর হাইওয়ে থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সাইল রাকাব গ্রামের ডোম্বরি পাহাড়। যুদ্ধের কৌশল হিসেবে তাঁরা বেছে নিয়েছিল গেরিলা পদ্ধতি।১৮৯৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর রাঁচি ও খুন্তি শহরে বিরসা বাহিনীর ঝটিকা আক্রমণে বেশ কিছু পুলিশসহ নিহত হলেন অনেক মানুষ, অগ্নিদগ্ধ হল শতাধিক ভবন। এই আক্রমণের জবাবে ব্রিটিশ সরকার ১৫০ সেনা নিয়ে আক্রমণ করল ডোম্বরি পাহাড়। কমিশনার ফোর্বস ও ডেপুটি কমিশনার স্ট্রিটফিল্ড আদিবাসীদের 'আবুয়া ডিসান'(স্বতন্ত্র শাসন) ধ্বংস করতে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করলেন চারশো আদিবাসীকে। ডোম্বরি পাহাড়ে হওয়া এই নির্বিচার গণহত্যায় মৃতদেহের স্তূপ তৈরি হয়ে গেল। মৃতদেহের এই স্তূপ বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ডোম্বরি পাহাড়ের নামই হয়ে গেল মুণ্ডাদের কাছে - 'টপ্‌ড বুরু' (মৃতের স্তূপ) ।তবে বিরসাকে ব্রিটিশ পুলিশ ধরতে পারল না। সরকার ৫০০ টাকা ঘোষণা করল বিরসাকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য। ১৯০০ সালে চক্রধরপুরের যমকোপাই বনে নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত অবস্থায় বন্দী হলেন বিরসা।বিরসাকে ধরিয়ে দেওয়ার ইতিহাস বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। রোগাতো নামক এক স্থানে সভা শেষ করে সেনেত্রার জঙ্গলে ক্লান্ত হয়ে ঘুমাচ্ছিলেন বিরসা। ডোনকা মুন্ডার স্ত্রী সালি তাঁর জন্য ভাত রাঁধছিল। ভাত রাঁধার ধোঁয়া জঙ্গলের মাথার উপর দিয়ে দূর থেকে দেখা যায়। ব্রিটিশ পুলিশ সেই ধোঁয়া লক্ষ্য করে এগিয়ে আসে এবং অবশেষে মনমারু ও জারকাইল গ্রামের মানুষ কিছু টাকা এবং পেট ভরে দুটো খাওয়ার লোভে বিরসাকে ধরিয়ে দেয়। বিরসাকে বন্দী করে তাঁর বিচার শুরু হল। বিরসার সঙ্গে ৫৭১ জনের বিচার চলল। এঁদের মধ্যে তিন জনের ফাঁসি হল এবং ৭৭ জনের দ্বীপান্তর সহ কারাদন্ড। বিদ্রোহীদের রাঁচি জেলখানায় শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল।১৯০০ সালের ৯ জুন মাত্র ২৫ বছর বয়সে রাঁচি জেলে বিষপ্রয়োগের ফলে বিরসা মুন্ডার মৃত্যু হয়। যদিও জেলের রিপোর্টে বলা হয় রক্ত বমি এবং আমাশার কারণে বিরসার মৃত্যু ঘটেছে। মুন্ডাদের কবর দেওয়া হয় অথচ বিরসাকে তড়িঘড়ি করে দাহ করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল দুটো, এক তাঁর মৃত্যুর সঠিক কারণ ধামাচাপা দেওয়া ও দুই সকল আদিবাসীদের বোঝানো যে বিরসা ভগবান নয় একজন সাধারণ মানুষ।কর্ণাটকের মহীশূর ও কোদাগু জেলার আদিবাসীরা আজও বিরসার জন্মবার্ষিকী উদযাপন করে। বিরসা মুন্ডার নামে বেশ কিছু সংগঠন চলে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, বিরসা মুন্ডা বিমানবন্দর, বিরসা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, বিরসা মুন্ডা বনবাসী ছাত্রাবাস, সিধো কানহো বিরসা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিরসা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। সম্প্রতি আই.আই.এম (রাঁচি) তাদের প্রতিষ্ঠানে 'বিরসা মুন্ডা সেন্টার ফর ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স' বিভাগ চালু করেছে আদিবাসী জীবন নিয়ে গবেষণার জন্য।২০০৪ সালে বিরসার জীবন নিয়ে 'উলগুলান - এক ক্রান্তি' নামে একটি হিন্দী সিনেমা তৈরি হয়। আবার মহাশ্বেতা দেবী বিরসার জীবন নিয়ে লিখেছেন 'অরণ্যের অধিকার' নামে একটি উপন্যাস, যার জন্য তিনি 'সাহিত্য একাডেমি' পুরস্কার লাভ করেন। ভারতীয় পার্লামেন্ট মিউজিয়ামে একমাত্র আদিবাসী নেতা হিসেবে তাঁর ছবি সযত্নে রাখা আছে। ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে তাঁর অসামান্য লড়াইয়ের কথা স্মরনে রেখে ২০০০ সালে তাঁর জন্মদিন ১৫ নভেম্বর ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠন করা হয়।

(ADVT.)

# জামালপুরে তৃণমূল পার্টি অফিস থেকে উদ্ধার সরকারি ত্রাণ সামগ্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা - জামালপুরে তৃণমূলের ব্লক পার্টি অফিস এবং পার্টি অফিস সংলগ্ন মেহেমুদ খাঁনের বন্ধ কাপড়ের দোকান থেকে উদ্ধার প্রচুর সরকারি ত্রাণের ত্রিপল।সরকারি ত্রাণ সামগ্রী বেআইনিভাবে মজুত করে রাখার অভিযোগ জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি মেহেমুদ খাঁন ও জামালপুরের প্রাক্তন বিধায়ক অলোক মাঝির বিরুদ্ধে।এ বিষয়ে মেহেমুদ খাঁনের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও ফোন সুইচ অফ থাকার কারণে যোগাযোগ করা যায়নি,ফোন ধরেননি জামালপুরের প্রাক্তন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝিও। জামালপুরের বিডিও পার্থ সারথি দে'র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে জামালপুরের বিধায়ক অরুণ হালদারের উপস্থিতিতে চলে উদ্ধার কাজ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

# মাকালপুরে টাকা ফেরতের দাবিতে তৃণমূল নেতার বাড়ির সামনে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা - ধনেখালি বিধানসভার দাদপুর থানার মাকালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পশ্চিম শিকটা গ্রামের তৃণমূল নেতা অরূপ সিংহরায়েরগ্ধ বাড়ির সামনে টাকা ফেরতের দাবিতে বিক্ষোভ এলাকার মানুষের।জমি কেলেঙ্কারির নায়ক অরূপ সিংহরায় সাধারণ মানুষের সাথে টাকা নিয়ে জমি দেয় নি বলে অভিযোগ।জালিয়াতি করে নেওয়া টাকা সুদে আসলে ফেরত দেওয়ার দাবিতে তার বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান এলাকার মানুষজন।ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দাদপুর থানার পুলিশ এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

# পুলিশের উদ্যোগে পালিত হল বিশ্ব সাইকেল দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা - বিশ্ব সাইকেল দিবস উপলক্ষ্যে গত রবিবার মালদা জেলা পুলিশের উদ্যোগে আয়োজিত হল এক বর্ণাঢ্য সাইকেল রঙ্গ্যালি।'ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট', 'খেলো ইন্ডিয়া' উদ্যোগ এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনকে সামনে রেখে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।এদিনের এই রঙ্গ্যালিতে ৫ বছর বয়সী শিশু থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সের ১০০-রও বেশি সাইক্লিস্ট অংশগ্রহণ করেন।মালদার পুলিশ সুপার অনুপম সিং র‍্যালির সূচনা করেন এবং নিজেও সাইকেল চালিয়ে অংশগ্রহণ করে সকলের কাছে ফিটনেস ও সুস্থ জীবনের বার্তা পৌঁছে দেন।এদিন তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, তফিট হ্যায় হাম তো ফিট হ্যায় ইন্ডিয়া।ক্ষ্ম এই কর্মসূচির মাধ্যমে শারীরিক সুস্থতা,স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এবং পরিবেশবান্ধব পরিবহণ ব্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভরপুর এই রঙ্গ্যালি একটি সুস্থ ও শক্তিশালী ভারত গড়ার প্রত্যয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক বার্তা ছড়িয়ে দেয়।

# বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকে পুলিশ সুপার

নিজস্ব সংবাদদাতা - হুগলি গ্রামীণের নবনিযুক্ত পুলিশ সুপার ড. কুনওয়ার ভূষণ সিং দায়িত্ব গ্রহণের পর বৃহস্পতিবার আরামবাগ, কামারকুণ্ডু ও মগরায় জেলার সমস্ত বিধায়কদের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক করেন।সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে পুলিশ প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে আলোচনা হয়।বৈঠকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, জননিরাপত্তা,ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, অপরাধ দমন এবং নাগরিকবান্ধব পুলিশি পরিষেবা আরও কার্যকর করার বিষয়গুলি গুরুত্ব পায়।পাশাপাশি সরকারি প্রকল্প ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি তৃণমূলস্তরে সফলভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও পারস্পরিক সহযোগিতার উপর জোর দেওয়া হয়।পুলিশ সুপার ড. কুনওয়ার ভূষণ সিং জানান, হুগলি গ্রামীণ পুলিশ স্বচ্ছ,দ্রুত ও জনমুখী পরিষেবা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।জনস্বার্থে যে কোনও সমস্যার সমাধানে পুলিশ প্রশাসন সর্বদা পাশে থাকবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।বৈঠকের শেষে জেলার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও উন্নয়নের স্বার্থে একযোগে কাজ করার বার্তা দেওয়া হয়।

সামান্য বৃষ্টিতেই গুড়াপে হাইরোডের বাইপাসের ধারের জমি জলের তলায়।নেই কোনো নিকাশি ব্যবস্থা।চাষীদের মাথায় হাত।নিকাশি ড্রেন বুজিয়ে বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় অপরিকল্পিত ভাবে নির্মাণ কাজ করার ফলেই এই অবস্থা বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ।যেখান দিয়ে নিকাশি ড্রেন ছিল সেখান দিয়েই করতে হবে নিকাশি ড্রেন,এই দাবিতে সরব এলাকার মানুষজন।গুড়াপ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দুলফা,ডুমরু,পাঁচড়া এলাকার ছবি।

শিবাইচন্ডী সবজি বাজারে চাষীদের কাছ থেকে তোলাবাজির অভিযোগে মানিক পাত্র নামে এক তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করল ধনেখালি থানার পুলিশ।ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

জামালপুরে ধুন্ধুমার।পুলিশের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি বিজেপি কর্মী সমর্থকদের।প্রকাশ্যে বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল।বিজেপির জামালপুর ১ নং মন্ডল সভাপতি প্রধান পালকে গ্রেফতারের দাবিতে শনিবার বিকেলে জামালপুর থানা ঘেরাও করে তুমুল বিক্ষোভ দেখালো বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।

খানপুর গ্রামবাসীবৃন্দের উদ্যোগে বর্ধমান ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহযোগিতায় মিলন মাঝির নেতৃত্বে খানপুর সিনেমাতলা সোহম লজে রবিবার অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির।মোট ৬৪ জন রক্তদাতা এই শিবিরে রক্তদান করেন।প্রত্যেক রক্তদাতার হাতে একটি করে ফলের গাছ তুলে দেওয়া হয়।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি ডি এন্ড টি প্রিয়ব্রত বক্সী'র উপস্থিতিতে গুড়াপ থানা প্রাঙ্গণে বৃক্ষ রোপন করে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করলেন গুড়াপ থানার পুলিশ এবং গুড়াপ রমনীকান্ত ইনস্টিটিউশনের ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ।

হুগলি গ্রামীণ পুলিশের জাঙ্গিপাড়া থানার উদ্যোগে বৃক্ষ রোপন ও পরিবেশ সচেতনতা পদযাত্রার মধ্য দিয়ে পালিত হল বিশ্ব পরিবেশ দিবস।উপস্থিত ছিলেন জাঙ্গিপাড়ার বিধায়ক প্রসেনজিৎ বাগ,জাঙ্গিপাড়া থানার ওসি নাজিরুদ্দিন আলি সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মী,কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

# রাজ্যের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প নিয়ে জনকল্যাণ শিবির

অরিজিত চক্রবর্তী - সরকারের জনমুখী কাজকর্মকে আরও তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার আজ থেকে জনকল্যাণ শিবির চালু করছে।রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে আজ ১৫ জুন থেকে ১৭ জুন এই শিবির খোলা হচ্ছে।মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আজ নন্দীগ্রাম থেকে তিন দিনের এই শিবিরের সূচনা করবেন।রাজ্যের প্রতিটি জেলায় একজন আইএএস আধিকারিককে এই শিবিরের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।নবান্ন সূত্রে জানা গেছে, রাজ্য সরকারের ৫৫ টি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের তথ্য এই শিবিরগুলোতে পাওয়া যাবে।কেন্দ্রীয় সরকারের যে সব প্রকল্পের সুযোগ এতদিন এ রাজ্যের মানুষ পাননি সে সব প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য শিবিরে পাওয়া যাবে।অন্নপূর্ণা যোজনা,যুব শক্তি,বার্ধক্য ভাতা,বিধবা ভাতা, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি ইত্যাদি প্রকল্পে শিবির থেকে নতুন করে নাম তোলা যাবে।বিগত সরকারের'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচির ধাঁচে এই জনকল্যাণ শিবির আয়োজিত হতে চলেছে।এদিকে, রাজ্য সরকারের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলি সম্পর্কে অভিযোগ জানাতে একটি অনলাইন পোর্টাল খোলা হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রীর ওয়েবসাইটে গিয়ে নাম, ঠিকানা নথিভুক্ত করে ওই অভিযোগ জানানো যাবে। এতে প্রয়োজনীয় নথি আপলোডের সংস্থান থাকছে।এর আগে রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগের সুরহায় 'আপনার সরকার,আপনার পাশে' নামে একটি হেল্প লাইন নম্বর চালু করে, নম্বরটি হলো ৮২৮২০৮২৮২০। এছাড়াও অভিযোগ দায়ের করতে asap.wb.gov.in নামে একটি ইমেইল চালু করা হয়েছে

## (প্রথম পাতার পর) উত্তরপাড়ায় তোলাবাজির অভিযোগে

কয়েক হাজার কোটি টাকা তুলে বিদেশে পাচার করেছে হাওয়ালার মাধ্যমে।কয়েকজন তৃনমূল কাউন্সিলর তাকে মিথ্যা ভাবে ফাঁসিয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।তবে কারো নাম করেননি তিনি।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর মৌসুমি বিশ্বাসের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে উত্তরপাড়া থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়।অভিযোগ, মাখলা গভর্নমেন্ট কলোনির বাসিন্দা শুভজ্যোতি চক্রবর্তী (৩৫) এবং মাখলা শীতলাতলা জোড়ামন্দির এলাকার বাসিন্দা তন্ময় সরদার (৩২) কাউন্সিলরের কাছ থেকে টাকা আদায়ের চেষ্টা করছিলেন।ইউটিউবার শুভজ্যোতি'র বিরুদ্ধে সাংবাদিক সেজে তোলাবাজি, হুমকি,ব্ল্যাকমেল করার মত অভিযোগ।তৃনমূল কাউন্সিলর মৌসুমির অভিযোগ,তাকে হোয়াটসঅ্যাপ কল করে হুমকি দিত, টাকা চাইত ইউটিউবার শুভজ্যোতি।না দিলে পরিনতি ভালো হবে না বলেও তাকে শাসানি দিত বলে অভিযোগ।তৃণমূল কাউন্সিল মৌসুমি একটি বাড়ি তৈরি করেন।সেই বাড়ি তৈরিতে জলা বোঝানো হয়েছে বলে ভয় দেখিয়ে শুভজ্যোতি এক লাখ টাকা চায় বলে অভিযোগ।গত সোমবার উত্তরপাড়া পুরসভায় তার এক কিস্তি টাকা নিতে এসে ধরা পরে যায় শুভজ্যোতি ও তার সঙ্গী।পুরসভা চত্বর থেকে শুভজ্যোতি ও তার সঙ্গীকে হাতেনাতে ধরা হয় বলে দাবি পুলিশের।পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে উত্তরপাড়া থানায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।অভিযুক্তদের কোমরে দড়ি বেঁধে গত মঙ্গলবার শ্রীরামপুর এসিজেএম আদালতে তোলা পেশ করা হলে বিচারক তাদের দু'দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন এবং শুক্রবার ধৃতদের আদালতে হাজির করা হলে বিচারক তাদের জামিন মঞ্জুর করেন।ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

(ADVT.)

(ADVT.)

(ADVT.)

## রামেন্দু সিংহরায়ের বিএড কলেজ

(প্রথম পাতার পর)

''কোটালপুর বিদ্যাসাগর টিচার্স ট্রেনিং কলেজদ থেকে বেআইনিভাবে মজুত সরকারি ত্রাণ সামগ্রী সরিয়ে ফেলার চেষ্টা চলছিল।সেই সময় স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি টের পেয়ে বাধা দেন এবং খবর দেওয়া হয় ধনেখালি থানায়।ঘটনাস্থলে পৌঁছান তারকেশ্বরের বিজেপি বিধায়ক সন্তু পান। স্থানীয় মানুষ,বিধায়ক ও পুলিশের উপস্থিতিতে কলেজের স্টোররুমে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ সরকারি সামগ্রী।উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে ছিল সরকারি ত্রিপল,স্বচ্ছ ভারত মিশনের ডাস্টবিন, কম্বল,ফুটবল, ইলেকট্রিক সরঞ্জাম,লাঠি, রড এবং সাদা থান কাপড়।ঘটনার পর রাতেই উদ্ধার হওয়া সমস্ত সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। এরপর বিএড কলেজটি সিল করে দেওয়া হয়।পাশাপাশি কলেজের পাশেই থাকা একটি ক্লাব,যা বিধায়ক কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হত এবং প্রাক্তন বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায় পরিচালনা করতেন বলে অভিযোগ,সেটিও সিল করে দেয় পুলিশ।এই ঘটনায় ধনেখালি থানায় প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক রামেন্দু সিংহরায় সহ মোট ১৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে।বেআইনিভাবে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী মজুত রাখা,হুমকি দেওয়া সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।ইতিমধ্যেই চিত্তরঞ্জন মণ্ডল ও হরিপদ মালিক নামে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে ধনেখালি থানার পুলিশ।এদিকে ঘটনার পর থেকে প্রাক্তন বিধায়ক রামেন্দু সিংহরায়ের ফোন সুইচ অফ রয়েছে।তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।স্থানীয় বাসিন্দা ও বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ,দীর্ঘদিন ধরেই সরকারি সামগ্রী লুঠ করে কলেজে মজুত রাখা হত। পাশাপাশি তোলাবাজি ও সরকারি প্রকল্পে কাটমানির অভিযোগও তোলা হয়েছে প্রাক্তন বিধায়কের বিরুদ্ধে।অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া শাস্তির দাবিও উঠেছে এলাকায়।

## ধনেখালিতে জাল লটারি বিক্রির অভিযোগে ধৃত ১

নিজস্ব সংবাদদাতা - অবৈধ ও অনুমোদনহীন লটারি বিক্রির অভিযোগে মল্লিকপুর বাজার থেকে অমিত নন্দী নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল ধনেখালি থানার পুলিশ।পুলিশ তাঁর কাছ থেকে অবৈধ ''ভুটান গভর্নমেন্ট লটারিজ KWIL''-এর কাগজের লটারির টিকিট, ''মা লটারি এজেন্সি''-র প্রচারমূলক ফ্লেক্স ও ব্যানার এবং লটারি ব্যবসায় ব্যবহৃত একটি কাঠের টেবিল উদ্ধার করেছে।ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।জনস্বার্থ ও সরকারি রাজস্বের ক্ষতি করে এমন অবৈধ লটারি ব্যবসা ও বেআইনি কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতেও কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

## এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

অ্যাকাউন্টে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা ঢোকার অভিযোগের পর এবার বিজেপির জামানায় পুরুষের অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের টাকা ঢোকার অভিযোগ উঠল।ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়েছে এলাকায়।এরজন্য দায়ী কে ? পুরুষের অ্যাকাউন্টে কিভাবে গেল অন্নপূর্ণা ভান্ডারের টাকা ? উঠছে প্রশ্ন।নদীয়ার ভীমপুর থানার চাঁদপুর এলাকার ঘটনা।

● প্রশাসন থেকে কড়া বার্তা দেওয়ার পরও বিভিন্ন জায়গায় কিভাবে বাজছে ডিজে ? নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ডিজে বক্স ভাড়া করার সাহস পাচ্ছে কোথা থেকে ? মদত দাতা কারা ?

● ইন্ডিয়া জোটে থেকেও রাজ্যে কুস্তি,আর দিল্লিতে গিয়ে দোস্তি মানুষ ভালো ভাবে নিচ্ছে না।ইন্ডি জোটের তো একদম পিন্ডি চটকে যাচ্ছে।এ সব নাটক বন্ধ হওয়া দরকার।

● আলুর দাম নেই,গরুও বিক্রি নেই।ব্যাপক ধস গ্রামীণ অর্থনীতিতে।মানুষের মনে শান্তি নেই,কেমন মনমরা ভাব।

● আবেদনপত্র জমা দেওয়া যোগ্য মহিলাদের অ্যাকাউন্টে জুন মাসে অন্নপূর্ণা ভান্ডারে ৩ হাজার টাকা করে ঢুকছে খুব ভালো কথা।কিন্তু মে মাসের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের দেড় হাজার টাকা কোথায় গেল ? উঠছে প্রশ্ন।

● দু'হাজার নয়,এক হাজার টাকা করে ঢুকছে চালু থাকা বার্ধক্য ভাতা,বিধবা ভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতার টাকা।এটা কি তাহলে মে মাসের বকেয়া টাকা ? জুন মাসের বর্ধিত টাকা তাহলে কবে ঢুকবে ? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

● স্কুল শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধে কড়া নির্দেশ জারি করল রাজ্য সরকার।আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে স্কুল শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশন করলে কড়া আইনি ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি।

● পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনকে মজবুত করতে সপ্তগ্রামের বিধায়ক স্বরাজ ঘোষকে সাংগঠনিক ভাবে ধনেখালি বিধানসভার দায়িত্ব দিল বিজেপি।

● মিড ডে মিলে ছাত্র ছাত্রীদের উপস্থিতির গড়মিল রুখতে চালু হোক ছাত্র ছাত্রীদের বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্স,মিল থাকুক খাতার সঙ্গে বাস্তবের,মিড ডে মিলের হিসাব সঠিক হোক।

● স্কুলে শুধু শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ফেস রিকগনিশন বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্স চালু হলে হবে না,ছাত্র-ছাত্রীদেরও বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্স চালু হোক, মিড ডে মিলের হিসাব সঠিক হোক।

● পরিবেশ দিবসে শুধু লোক দেখানোর জন্য গাছ বসিয়ে ছবি তুলে ফেসবুকে পোস্ট করলে হবে না,গাছকে রক্ষাও করতে হবে।গাছের গায়ে পেরেক পুঁতে ব্যানার ফেস্টুন লাগানো বন্ধ করতে হবে।

● পশ্চিমবঙ্গে রেল স্টেশন সংলগ্ন জায়গায় পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে রাজস্থান ও বিহারের বাম সাংসদরা সরব হলেও নীরব বাংলার তৃণমূল সাংসদরা,মুখে যেন সেলোটেপ এঁটে রেখেছেন তারা।

● দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগেই অভিযুক্তকে গ্রেফতারের পর কোমরে দড়ি পরিয়ে রাস্তায় ঘোরানোর পুলিশি পদ্ধতিতে আপত্তি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা,রাজ্যের কাছে রিপোর্ট চাইলো আদালত। ''পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পারে, পদক্ষেপ নিতে পারে,দোষী প্রমাণিত হলে ফাঁসিও দিতে পারে,গ্রেফতারের নামে পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে অভিযুক্তের সম্মানহানি করতে পারে না। রাজ্যকে তার পুলিশ অফিসারদের সতর্ক করতে হবে'',পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের।কোন্ পরিস্থিতিতে অভিযুক্তদের গ্রেফতার ও কোমরে দড়ি পড়ানো হয়েছে সে বিষয়ে তিন সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে রিপোর্ট পেশ করে জানানোর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

● সারের সঙ্গে জোর করে ট্যাগিং দেওয়া বন্ধ হোক।সরকার নির্ধারিত মূল্যে সার পাক চাষীরা। সারের কালোবাজারি রুখতে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করুক রাজ্যের ডবল ইঞ্জিন সরকার।

● জাল লটারির টিকিট বিক্রির অভিযোগে দশঘরার গঙ্গেশনগর এলাকা থেকে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য জাবেদ শাহ এবং বাপন মালিক নামে দু'জনকে গ্রেফতার করল পুরশুড়া থানার পুলিশ।

● রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন জাঙ্গিপাড়ার তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক স্নেহাশীষ চক্রবর্তী।

● কলকাতা পুরসভার মেয়র পদ থেকে পদত্যাগ করলেন ফিরহাদ হাকিম।

● রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হলেন ঋতব্রত বন্দোপাধ্যায়।

● যে আধিকারিকদের কারসাজিতে পুরুষরা লক্ষীর ভান্ডার পেল,কার্তিক গণেশকে লক্ষী বানানো হল সেই আধিকারিকদের চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা করুক প্রশাসন।

● ''কলকাতা পুলিশ শুভেন্দু অধিকারীর চাকর হয়ে গেছে'', ধর্মতলার ধরনা মঞ্চ থেকে পুলিশ এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যান বন্দ্যোপাধ্যায়।

● ''এক ঝুঁড়ি লোক,দেড়শোটা লোক আসেনি। ও দলটার অবস্থা ফলতার মতো হয়ে গেছে'' ,ধর্মতলায় মমতা ব্যানার্জি'র ধরনা প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করে তীব্র কটাক্ষ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

●গ্রেফতার পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা কাটোয়ার প্রাক্তন বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী।

This newspaper is published by Israil Mallick from Vill - Mathurapur,P.O - Shiptai,P.S - Jamalpur,Dist - Purba Bardhaman,Pin - 712308,State - West Bengal on behalf of Israil Mallick, edited by Israil Mallick and printed by Mita Dutta at Barsha offset and Printing Press, Holding no.138/A,5 No. Ichlabad,Palpara, Burdwan,Purba Bardhaman,West Bengal - 713103